মিউজিয়াম ভ্রমণ প্রতিবেদন

- **শংকরদেব মাইতি**
ইতিহাস বিভাগ, রামসদয় কলেজ

For History Honours 3rd Semester
Skill Enhancement Course (SEC)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সাম্মানিক স্নাতক স্তরের তৃতীয় সেমিস্টারে **Skill Enhancement Course(SEC)** এর একটি অন্যতম অংশ হলো মিউজিয়াম ভ্রমণ ও তার উপর একটি প্রতিবেদন রচনা। এই শিক্ষামূলক মিউজিয়াম ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমি আমার কলেজের বিভাগীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের তত্ত্বাবধানে সহপাঠীদের সঙ্গে হাওড়া জেলার ঘোড়াঘাটয় অবস্থিত আনন্দ নিকেতনে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলাম।

আনন্দ নিকেতন সংগ্রহশালাটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ঘোড়াঘাটা নামক স্টেশন থেকে নেমে উত্তর দিকে ৭ মিনিট হাঁটা পথে ৬ নং জাতীয় সড়কের ধারে অবস্থান। এখানে কোন প্রবেশ মূল্য নেই। বৃহস্পতিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্য সমস্ত দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য এই কীর্তি শালার দরজা খোলা থাকে।

রবীন্দ্র ভাবনায় উদবুদ্ধ হয়ে এলাকার কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ইতিহাস প্রেমী মানুষের উদ্যোগে বিশেষত তারাপদ সাঁতরা মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৬০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ঘোড়াঘাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আনন্দ নিকেতনের। এরপর ওই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে আনন্দ নিকেতনের শতাব্দি ভবনে আনন্দ নিকেতন কীর্তি শালার শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন তৎকালীন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃতত্ত্ববিদ অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু। তবে শুরুতে এই গ্রামীণ সংগ্রহশালাটির নাম ছিল আনন্দ নিকেতন সংগ্রহশালা। পরে নির্মল কুমার বসু এর নাম পরিবর্তন করে 'আনন্দ নিকেতন কীর্তি শালা' রাখেন। ১৯৭২ সালে কীর্তি শালাটি শতাব্দী ভবন থেকে একটি পৃথক স্বতন্ত্র ভবনের স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এই সংগ্রহশালাটি প্রথমে জনৈকঃ শুভাকাঙ্খির দান করা মাত্র পাঁচটি দ্রব্য নিয়ে যাত্রা শুরু করে। এরপর গ্রাম-গ্রামান্তরে সন্ধান, সংগ্রহ এবং সংগ্রহশালার কিউরেটরদের একক প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত হয় বহু পুরাতাত্বিক নিদর্শন। বর্তমানে সংগৃহীত নিদর্শনের সংখ্যা আনুমানিক ৮ থেকে ১০ হাজার। এই কীর্তি শালায় রক্ষিত অধিকাংশ প্রাচীন নিদর্শন গুলি সংগৃহীত হয়েছে হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ পরগনা, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর সহ নিম্নবঙ্গ ও রাডভূমির বিভিন্ন গ্রাম থেকে।

আনন্দ নিকেতন কীর্তি শালায় বিভিন্ন নিদর্শন আমরা দর্শন লাভ করেছি সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে এই মিউজিয়ামটির গঠন সম্পর্কে অল্প কিছু বলা প্রয়োজন। এই কীর্তি শালাটি বর্তমানে ১১টি কক্ষে আনুমানিক ২০টি বিভাগে বিভিন্ন ধরনের নিদর্শনসহ বেশ কয়েকটি গ্যালারি দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে -

প্রথম কক্ষটিতে প্রাচীন পোড়ামাটি ও মৃত শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয় কক্ষটিতে প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন ভাস্কর্য প্রদর্শিত হয়েছে।

তৃতীয় কক্ষটিতে বাংলার ঐতিহ্যমন্ডিত পটচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে।

চতুর্থ কক্ষটিতে বাংলার অতি জনপ্রিয় লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন ও নানা ধরনের মুখোশ প্রদর্শিত হয়েছে।

পঞ্চম কক্ষটিতে বিভিন্ন ধরনের কাঁথা ও বেনারসি শাড়ি প্রদর্শিত হয়েছে।

ষষ্ঠ কক্ষটিতে বিভিন্ন ধরনের পুতুল ও খেলনা প্রদর্শিত হয়েছে।

সপ্তম কক্ষটির নাম হাওড়া জেলা গ্যালারি। এখানে হাওড়া জেলার বিভিন্ন পুরাতাত্বিক নিদর্শনের সংগ্রহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে।

অষ্টম কক্ষে নৃতাত্বিক নিদর্শনের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নবম কক্ষটিতে বিভিন্ন ধরনের ধাতু নির্মিত শিল্পকর্মের নিদর্শন দর্শকদের জন্য রাখা আছে।

দশম কক্ষে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন অলংকার ও হাতিয়ারের নিদর্শন উপস্থাপিত হয়েছে।

একাদশতম কক্ষে মধ্যযুগীয় বাংলার মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আনন্দ নিকেতন সংগ্রহশালায় রক্ষিত বিভিন্ন নিদর্শন যেগুলির আমরা দর্শন লাভ করেছে সে গুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে বলতে হয়; প্রথম কক্ষের রক্ষিত প্রাচীন মৃন্ময় শিল্পের বিভিন্ন নিদর্শনসমূহের কথা। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -

১. মাতৃকা ও যক্ষিণী মূর্তি।

২. কাহিনী সমৃদ্ধ ফলক।

৩. দেবতার পূজায় উৎসর্গীকৃত বস্তু।

৪. ঘর সাজানোর বিভিন্ন উপকরণ।

৫. গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য।

৬. অঙ্গাভরণ ও অলংকার।

৭. পুতুল।

৮. প্রাচীন বাংলা অক্ষরে লেখা সীলমোহর।

পোড়ামাটির এইসব নিদর্শন সমূহ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত। অর্থাৎ এগুলি মৌর্য কুশান গুপ্ত পাল সেন যুগে নির্মিত হয় বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। এই সমস্ত পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে আমরা সমকালীন বাংলার সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। এই কক্ষে প্রদর্শিত বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে -

নিদর্শনের নাম	**প্রাপ্তিস্থান**
১. পক্ষী মাতা ও পক্ষী শাবক	হরিনারায়নপুর, হাওড়া
২. পার্বতীর কোলে উপবিষ্ট চারহাত বিশিষ্ট গণেশ	চন্দ্রকেতুগড়
৩. পোড়ামাটির মূর্তি ফলক	হরিনারায়নপুর হাওড়া
৪. গায়ে গোলাকার দাগযুক্ত ছোট হাতি	হরিনারায়নপুর হাওড়া
৫. ধাবমান হস্তির পৃষ্ঠে উপবিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পলায়মান হরিণের দল অন্বেষণ	চন্দ্রকেতুগড়

৬. এছাড়া ফুলদানি আকারের মৃৎপাত্র, ঘটাকৃতি আকারের রঙিন মৃৎপাত্র, কালো মৃৎপাত্র প্রভৃতি।

দ্বিতীয় কক্ষের অর্থাৎ প্রস্তর ভাস্কর্য বিভাগে আমরা যে সমস্ত দর্শনীয় জিনিস গুলি চাক্ষুষ করেছি তার মধ্যে অন্যতম হলো -

১. স্লেটপাথরের উপর খোদাই করা পাল-সেন আমলের মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি (প্রাপ্তিস্থান হরিনারায়নপুর, হাওড়া)।

২. কাল কষ্টি পাথরে নির্মিত দ্বাদশ শতকের বিষ্ণুমূর্তি (প্রাপ্তি স্থান হরিপাল, হুগলি)।

৩. জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি (প্রাপ্তিস্থান পুরুলিয়া)।

৪. উমা লিঙ্গ মূর্তি (প্রাপ্তিস্থান জগৎবল্লভপুর, হাওড়া)।

৫. পাল-সেন আমলের কাল কষ্টি পাথরে নির্মিত মনসা মূর্তি (প্রাপ্তিস্থান পশ্চিম দিনাজপুর)।

৬. কালো পাথরে খোদাই করা দ্বাদশ শতকের সূর্য মূর্তির নিম্নাংশ (প্রাপ্তিস্থান পশ্চিম দিনাজপুরের তপন)।

৭. দুটি বুদ্ধমূর্তি (প্রাপ্তিস্থান বিহার)।

আনন্দ নিকেতন কীর্তি শালার তৃতীয় প্রদর্শন কক্ষে সাধারণত দুই ধরণের পটচিত্র আমরা দেখতেপাই- ১. জড়ানো পট বা লাটাই পট বা দীঘল পট ২. চৌকো পট বা একচিত্র পট। দীঘল পটে একাধিক চিত্র সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। চৌকো পটের মধ্যে চক্ষুদান পটই প্রধান। এখানে প্রদর্শিত পট গুলি মূলত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকটি মুর্শিদাবাদ ও হাওড়া জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

পটের নাম	**উপাদান**	**শিল্পীর নাম**	**প্রাপ্তিস্থান**
১. কৃষ্ণলীলা পট	কাগজ রং কাপড়	জ্যোতি চিত্রকর	ঢেকুয়াচক
২. মনসামঙ্গলের পট	কাগজ রং কাপড়	দুঃখশ্যাম চিত্রকর	মেদিনীপুর
৩. গরুড় পুরাণ	কাগজ রং কাপড়	নিমাই চিত্রকর	মেদিনীপুর
৪. স্বাধীনতা	কাগজ রং কাপড়	দুঃখশ্যাম চিত্রকর	মেদিনীপুর
৫. সেতুবন্ধন	কাগজ রং কাপড়	দুঃখশ্যাম চিত্রকর	মেদিনীপুর
৬. ক্ষুদিরামের ফাঁসি	কাগজ রং কাপড়	দুঃখশ্যাম চিত্রকর	মেদিনীপুর
৭. নিরস্ত্রীকরণ	কাগজ রং কাপড়	ননীগোপাল চিত্রকর	পিংলা
৮.সাঁওতালদের জন্ম লীলা	কাগজ রং কাপড়	বনমালী চিত্রকর	পিংলা
৯. চালচিত্র	কাগজ রং কাপড়	X	হাওড়া

এই কক্ষে কিছু পটুয়া সংগীতের ক্যাসেটও রক্ষিত হয়েছে।

চতুর্থ কক্ষে বাংলার জনপ্রিয় লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন ও মুখোশ রক্ষিত হয়েছে। যার মধ্যে বিভিন্ন জীবজন্তুর মুখোশ, গরু, বাঘ-সিংহ প্রভৃতির মুখোশ রক্ষিত হয়েছে। কিছু মুখোশ আবার কুলোর উপর অঙ্কিত হয়েছে। হনুমান, মা-শিশুর প্রতিকৃতি, রাক্ষস, ভৈরব, রাবণ প্রভৃতির মুখোশ এবং দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় কথাকলি নাচের সঙ্গে ব্যবহৃত মুখোশ ও পুরুলিয়া থেকে সংগৃহীত ছৌ নাচের মুখোশ অন্যতম আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম কক্ষে বিভিন্ন ধরনের নকশী কাঁথা ও বেনারসি শাড়ি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যবহারের বিভিন্ন তা থেকে নকশী কাঁথার আকৃতি আর সেইসাথে নামের তারতম্য আমরা এই প্রদর্শনী কক্ষের উপস্থাপিত নিদর্শনগুলি থেকে জানতে পারি। যেমন গায়ে দেওয়ার কাঁথা তার নাম লেপ; আয়না চিরুনি মুড়ে রাখার কাঁথা তার নাম আরশীলতা; টাকা পয়সা রাখার কাঁথার নাম দুর্জনী, ধর্মগ্রন্থ পুঁথি পত্র রাখার জন্য যে নকশিকাঁথা তার নাম দপ্তর; বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি ঢাকার নকশীকাঁথার নাম বেতন; বিছানার চাদর রূপে ব্যবহৃত নকশী কাথার নাম সুজনী। শাড়ির মধ্যে রয়েছে বাংলার বিখ্যাত তাঁতের শাড়ি, বাংলাদেশের ঢাকা থেকে সংগৃহীত বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন, অমিও কুমার ব্যানার্জি মহাশয় এর দানকরা সোনার কাজ করা বেনারসি শাড়ি, বাঁকুড়ার বিখ্যাত বালুচরি শাড়ি, অনিমা চ্যাটার্জির দান করা বেনারসি শাড়ি প্রভৃতি এখানে প্রদর্শিত হয়। কাঁথা গুলির মধ্যে যশোর, খুলনা এবং হাওড়া শ্যামপুর থেকে সংগৃহীত নকশি কাঁথা গুলি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ষষ্ঠ কক্ষে প্রদর্শিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের পুতুল ও খেলনা যার মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাঠের তৈরি পুতুল, মাটির তৈরি ঘোড়া, কাগজের পুতুল, কাঠের পুতুল, বাংলার টেপা পুতুল, টেরাকোটার খেলনা, বাংলার পটুয়াদের তৈরি পুতুল, চাকাযুক্ত নৌকা, চার চাকা যুক্ত খেলনা, ঘোড়ার পিঠে বসা মানুষে খেলনা, ষষ্ঠী পুতুল, চিত্রিত ঠাকুর প্রভৃতি।

সপ্তম কক্ষে অর্থাৎ হাওড়া জেলা গ্যালারিতে প্রদর্শিত বিভিন্ন নিদর্শন এর মধ্যে অন্যতম হলো -

নিদর্শনের নাম	**সময়কাল**	**প্রাপ্তিস্থান**
১. জরির কাজ	আধুনিক	পাঁচলা
২. মাদুর, চাটাই	আধুনিক	শ্যামপুর
৩. মোষের সিং এর কাজ	আধুনিক	দেউলটি গ্রাম
৪. ছাঁচের তৈরি মাটির প্রতিমা	আধুনিক	চককাশি, বাউড়িয়া
৫. মাটির পুতুল	আধুনিক	বাটুল
৬. কাঠের কাজ	আধুনিক	পিপুল্যান
৭. সোলার কাজ	আধুনিক	উলুবেড়িয়া
৮. শঙ্খের কাজ	আধুনিক	উলুবেড়িয়া
৯. শাটলকক	আধুনিক	যদুবেড়িয়া

১০. পরচুলা	আধুনিক	পাঁচলা
১১. পোলো বল	আধুনিক	গঙ্গাধরপুর

অষ্টম প্রদর্শনী কক্ষের নৃতাত্ত্বিক যে সমস্ত নিদর্শন প্রদর্শনীর জন্য রাখা রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো -

মানবজাতি	**নিদর্শন**	**সময়কাল**	**ব্যবহারকারী**	**উপাদান**
১. আদিবাসী সম্প্রদায়ের অস্ত্রশস্ত্র	কুড়ুল, হাতকুঠার, বললাম	আধুনিক	আদিবাসী সমাজ	লোহা কাঠ
২. আধুনিক মানব	তীর ধনুক, গুলতি	আধুনিক	সাঁওতাল	বাঁশ, কাঠ, রবার
৩. সাংস্কৃতিক যুগ	চপার, কুঠার, ফলক বল্লম, হাতকুঠার	নব্য প্রস্তর যুগ	কৃষিকাজ, মাটি খুঁড়তে, কেটে টুকরো করার কাজে ব্যবহৃত হত	কাঠ, লোহা, পাথর
X	অলংকারের জন্য ব্যবহৃত পুঁতি	ইতিহাসের আদিপর্ব	অলংকার তৈরি জন্য ব্যবহৃত হত	X
সাঁওতাল	ধামসা	X	সাঁওতাল	চামড়া, কাঠ
লোধা সমাজ	বাঁশি, চাংখু	X	লোধা সমাজ	

নবম কক্ষে প্রদর্শিত ধাতু নির্মিত বিভিন্ন নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হলো পাখি, ময়ূর, দণ্ডায়মান ঘোড়া, ঘন্টা, পাত্র, পঞ্চপ্রদীপ, হাতি, জন্তু, উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি, কাঁসা পিতলের থালা, বাটি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দশম কক্ষে প্রদর্শিত হয়েছে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন ধরনের অলংকার ও হাতিয়ারের নিদর্শন।

একাদশতম কক্ষে প্রদর্শিত হয়েছে মধ্যযুগীয় বাংলার মন্দির স্থাপত্য ভাস্কর্যের নিদর্শন সমূহ। সংগৃহীত অজস্র আলোকচিত্র এবং পোড়ামাটির ফলক সহযোগে এই কক্ষটিতে সজ্জিত করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে কুঁড়ে ঘরের কাঠামো, আটচালা, বারো চলা এবং জোড়বাংলা মন্দির, হাওড়া জেলার বিভিন্ন রীতির মন্দিরও এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হলো -

নাম	**স্থান**
১. চার চালা মন্দির	সুলতানপুর
২. নবরত্ন মন্দির	গনেশপুর
৩. বারোচালা মন্দির	দেউলপুর
৪. জোড়বাংলা মন্দির	গোণ্ডলপাড়া
৫. দোতালা দালান মন্দির	জয়পুর
৬. গোবিন্দজিউর দোতালা মন্দির	গাজিপুর

আনন্দ নিকেতন কীর্তি শালায় আমাদের এই শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও বাংলার অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন চাক্ষুষ দর্শন লাভ নিঃসন্দেহে আমাদের ইতিহাসবোধ ও চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। অনেক অজানা বিষয় কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। এই নিদর্শনগুলি কে সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আনন্দনিকেতন সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষের সযত্ন প্রয়াস আমাদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংগ্রহশালার বর্তমান কিউরেটর ড. বন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া সুন্দর সাবলীল ও সহজ-সরলভাবে এই নিদর্শন গুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া এই ভ্রমণ প্রতিবেদন রচনা ক্ষেত্রে সংগ্রহশালা থেকে সংগৃহীত দুটি গ্রন্থ - ১. ***আনন্দ নিকেতন কীর্তি শালা প্রদর্শিকা*** ২. তারাপদ সাঁতরা রচিত ***বাঙালির সংস্কৃতি চিন্তা : বাংলার সংগ্রহশালা***; গ্রন্থ দুটি আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। ইতিহাস, সমাজ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বোঝার ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভ্রমণ লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে আমাদের অনেকখানি সহায়তা করবে।